কৃষি সমাচার

মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যা

কৃষিই সমৃদ্ধি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫১ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০১৭ খ্রি. ❑ ১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ❑ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ ওমর ফারুক
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৬৮৫৪৭৪৫১৭

সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতি দিক-নির্দেশনামূলক একটি ভাষণ প্রদান করেন। মূলত এই ভাষণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। কালজয়ী এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাংলার শোষিত-নিপীড়িত মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের জুলুম থেকে মুক্তির আশায় ঝাপিয়ে পড়ে সশস্ত্র সংগ্রামে। ১২টি ভাষায় ভাষণটি অনুবাদ করা হয়। নিউজউইক ম্যাগাজিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০১৭ সালের ৩০ শে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে একটি জাতিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে উজ্জীবিত হওয়ার ডাক রয়েছে। রয়েছে দিক নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধু জানতেন, কোটি মানুষের মর্মমূলে পৌঁছতে হলে দেহাতি ভাষারই শরণাপন্ন হতে হবে। বাঙালির আত্মপরিচয় উদ্ধারের যে মহাসংগ্রাম তার বিশাল ক্যানভাসই তার ভাষণ। এ জন্যই এ ভাষণ শুধু ভাষণই নয়- মহাকাব্য। এই মহাকাব্য যেন আগুনের ফুলকি। 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।' শহর-বন্দর-গ্রাম, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ সকলের মধ্যে। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার ওই সময়কার বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যতের করণীয় বলে দিয়েছিলেন, যার পথ ধরে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি।

ভেতরের পাতায়.....

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যে'র স্বীকৃতি লাভ উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রায় বিএডিসি'র অংশগ্রহণ ০৩

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ০৩

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত ০৫

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ০৭

যুদ্ধজয়ী জাতিঃ শত্রু চিনে পথচলা ০৯

স্বাধীনতার সুফল ১১

বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ ১৩

কিছু মুছেফেলা অতীত ১৪

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যে'র স্বীকৃতি লাভ উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রায় বিএডিসি'র অংশগ্রহণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র" স্বীকৃতি লাভ করে। এ অসামান্য অর্জনকে যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ ঢাকার দিলকুশাস্থ বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবন থেকে রাজধানীর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

উক্ত শোভাযাত্রায় বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যে'র স্বীকৃতি লাভ উপলক্ষে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মচারীদের আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

'ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামীলীগকে ভোট দেন।

আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন - আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আপনারা জানেন। দোষ কী আমাদের? আজকে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি আপনারা জানেন - আলাপ আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলা নয় - পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। তিনি মাইনে (মেনে) নিলেন। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমরা আলোচনা করব। আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম। আপনারা আসুন, বসি। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তারপরেও যদি কেউ আসে তাকে হাল্লাহাড় করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল। দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে। দোষ দেওয়া হল আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। আমি বললাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

বাকি অংশ ৪ এর পৃষ্ঠায়

কী পেলাম আমরা? যা আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি - তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে একথা। যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য। তারপরে উনি বললেন - যে আমার নামে উনি বলেছেন আমি নাকি স্বীকার করেছি যে ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে একথা বলে দিবার চাই - আমি তাকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তার পরে আপনি ঠিক করুন - আমি এই কথা বলেছিলাম। আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, ৫ ঘন্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং যে বক্তৃতা করে এসেম্বলি করেছেন- সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন - বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

আমি পরিষ্কার মিটিংএ বলেছি যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, যে ওই শহিদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারেনা। এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবী মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই। ভায়েরা আমার, তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্টকাচারি, আদালত ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভার্মেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবেনা। ২৮ তারিখে কর্মচারিরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল - প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু - আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ভালো হবেনা। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামীলীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটার শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হল, কেউ দেবেনা। শোনেন মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-নন বাঙালি, যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেননা। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেননা। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবেনা। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।

তবে আমি অনুরোধ করছি - আপনারা আমাদের ভাই - আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবেনা।

যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না। দ্বিতীয় কথা - প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় - প্রত্যেক ইউনিয়নে - প্রত্যেক সাবডিভিশনে- আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।'

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম-জয় বাংলা।"

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত

গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে মহান বিজয় দিবস ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এ সময় সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সেচ ভবন, বীজ ভবন ও বিএডিসি'র অধীনস্থ সকল অফিস/দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ দিন কৃষি ভবন, বীজ ভবন ও সেচ ভবনে আলোকসজ্জা করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

১৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ভবনস্থ মসজিদে বাদ যোহর জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও শহিদ/আত্মদানকারী/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর বেইজলাইন সমীক্ষার ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিএডিসি'র সেচ ভবনের আপসু মিলনায়তনে ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর বেইজলাইন সমীক্ষার ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক। প্রকল্পের পরিচিতি তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ। সেমিনারে ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান। এছাড়া সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য পরিচালক ড. সুলতান আহমেদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ এছরাইল হোসেন। সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

চিত্রে মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা সভা

বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ফুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখা ও বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম

বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেজিঃ নং- বি-১৯০৩ (সিবিএ)'র সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। যুগ্মসচিব (নিওক) ও বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ ওমর ফারুক।

এ ছাড়া আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব এ কে এম ইউসুফ হারুন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আহাদ পূর মোল্লা, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম গোলাম মোহাম্মদ, বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আব্দুল মতিন পাটোয়ারী ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ ওমর ফারুক

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যার অবদান স্বীকার করতে হবে তাঁর নাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিএডিসি'র অস্তিত্ব আওয়ামীলীগ সরকারের সাথে সম্পৃক্ত। প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে দেশ এগিয়ে যাবে। আমরা ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হতে পারব।

বিএডিসি'র সঙ্গে জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরীর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ২০ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র সঙ্গে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরীর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার লক্ষ্যে ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন বিষয়ক এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং হাফিজা খাতুন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান ড. আবেদ চৌধুরী উক্ত স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ ফারুক জাহিদুল হক এবং বিএডিসি রিসার্চ সেল এর আহ্বায়ক ড. মোঃ রেজাউল করিম।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিএডিসি'র ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিএডিসি'র ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

সেমিনারে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যুগ্মসচিব (এসডিজি) জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পিপিবি) ড. মোঃ আবদুর রৌফ, সিনিয়র সহকারী প্রধান এস এম ইমরুল হাসান। সেমিনারে পত্র উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র প্রধান পরিকল্পনা জনাব মোঃ ফেরদৌস রহমান।

সেমিনারে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালকবৃন্দ, সংস্থার সচিব ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বক্তাগণ এসডিজির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মে. টন টিএসপি সার আমদানির চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশে টিএসপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিএডিসি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে মোট ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মে. টন টিএসপি সার আমদানির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বিএডিসি ২০১৮ সালে টিএসপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিউনিশিয়া হতে ২ লক্ষ মে. টন টিএসপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বিএডিসি ও Group chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। Group chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Romdhane souid এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। তাছাড়া ২০১৮ সালে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মে. টন টিএসপি সার আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে OCP S.A, মরক্কো ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্র OCP S.A, মরক্কো এর Executive vice President (Commercial), Mohamed Belhoussain এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান স্বাক্ষর করেন।

এ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মাদ মঈন উদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তিউনিশিয়া ও মরক্কো সরকারি সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে রাবার ড্যামের ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেচ ভবনে "কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে রাবার ড্যামের ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক। সেমিনারে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

যুদ্ধজয়ী জাতি: শত্রু চিনে পথচলা

কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি ও সভাপতি, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি

দুশো বছর বৃটিশের গোলামী আর ২৪ বছর পাকিস্তানের শোষণ, নির্যাতনের নাগ পাশ ভেদে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতি হিসেবে আমরা ৪৬ বছর অতিক্রম করছি। মনীষিদের কথা স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। আমাদের অর্জনের যে ত্যাগ তা জমা থাক খেরো খাতায়।

স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদের যে প্রচেষ্টা তা কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। নতুবা স্বাধীনতা রক্ষা করার কঠিন অভিধাটি আঘাত হানবে বারবার। স্বাধীনতার উষালগ্নে দেশকে গড়ার গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভারত হতে প্রত্যাবর্তনকারী ১ কোটি লোকের পুনর্বাসন, দেশের অভ্যন্তরে ৩ কোটি ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাদ্য সংস্থান, ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ফিরিয়ে নেয়া, মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩০ লাখ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের দায়িত্ব গ্রহণ, চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশ প্রেরণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণট্রাস্ট ও নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন, শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতান্ত্রিক আদেশ প্রণয়ন, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন, ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও ৪২ হাজার শিক্ষক নিয়োগসহ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পুনর্নির্মাণ, প্রতিটি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের চাকুরী স্থায়ীকরণ, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় মর্যাদায় পুনর্গঠন এবং কুমিল্লায় দেশের প্রথম সামরিক একাডেমি স্থাপন, পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও বেসামরিক প্রশাসনের অবকাঠামো গড়ে তোলা, পাকিস্তানে আটকে পড়া ৪ লক্ষ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করা, ৭ লক্ষ পকিস্তানিকে ফেরৎ পাঠানো, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলায় প্রথম ভাষণ দান, জাতিসংঘের সদস্যপদ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসহ প্রায় ১৪১টি দেশের স্বীকৃতি লাভ তার উল্লেখযোগ্য অবদান।

এছাড়া প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি ও ফারাক্কার পানি বণ্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৪ হাজার কিউসেক পানির ব্যবস্থা। অর্থনীতি পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কর্যক্রম সুচারুভাবে গ্রহণের ফলে কলকারখানা ও ক্ষেতখামারে উৎপাদন বৃদ্ধি হতে থাকে এবং মুদ্রানীতি সংস্কারের ফলে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতায় চলে আসে। ১৯৭২-১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে সামস্যাসংকুল ক্রান্তিকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৭ ভাগ। এমনকি ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে চালের দাম ছিল ৪.৫০ টাকা সের, যা মে মাসে এসে দাড়ায় প্রতি সের ৩.৭৫ টাকা। বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্নসাধ সোনার বাংলা গড়ার যে প্রচেষ্টা তা সফলতার দ্বারপ্রান্তে আনেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক ৪৩ মাসের মাথায় স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় জাতির পিতাকে হত্যা করে। যে জননীর জঠরে উজ্জীবিত হয় দেশ সেই মহিয়সী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা রেনুকে খুন করে। নিস্পাপ শিশু রাসেলসহ পরিবারের অন্যান্য ১৫ জন সদস্যকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা পরম সংকটের মাঝেও মুক্তিযুদ্ধ সফল করতে পেরেছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পরেও বাংলাদেশটাকে গড়ে তুলতে পারবেন, 'বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা'-এমন জাতীয় চার নেতাকেও কারান্তরে হত্যা করে।

কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে যারা তাদের চিহ্নিত করা জরুরি। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের চলমান বিচার ব্যবস্থার উপর ভরসা করেছেন। সরাসরি খুনিদের বিচারের আওতায় এনেছেন। কিছু যুদ্ধাপরাধীও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছে। আমরা কি খুঁজে পেয়েছি সে সমস্ত উৎসমূলকে। ১৯৭৪ সালে চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দের স্ত্রী মিসেল আলেন্দের একটি উক্তি বিবেচনায় নিতে পারি- "গণতন্ত্রের এখন বড়শত্রু আমেরিকা। তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ অ-পুঁজিবাদী বিকাশ তার কাম্য নয়। তাই চিলি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার কাজে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। হাজার হাজার এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এই চক্রান্তের সবচাইতে ভয়ের দিক অন্তর্ঘাতি। সি.আই.এ টাকার জোরে একটি অনুন্নত দেশে পার্লামেন্ট, জুডিসিয়ারি এবং প্রচার মিডিয়ায় প্রবেশ করে। অনুগত ব্যুরোক্রেসির মাধ্যমে সরকারের সকল গোপন খবর সংগ্রহ করে এবং পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। যে সরকারের তারা পতন ঘটাবে, তার বিরুদ্ধে এজেন্ট সাংবাদিকদের দ্বারা দেশে বিদেশে অপপ্রচার শুরু করে। এভাবে দেশের এবং বিদেশের জনমত ঐ সরকারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিগড়ে ফেলতে পারে, তখন তারা চরম আঘাত হানে।"

আবার বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং আলেন্দে-মুজিব সম্পর্কিত আলোচনায় মিসেস আলেন্দে বলেছিলেন "এটা সি.আই.এ'র একটা সেট প্যাটার্ন। কোন পপুলার গভরমেন্টকে ওরা ধ্বংস করার জন্য প্রথমে সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়। শ্রমিক ধর্মঘট উস্কে দেয়। ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এইভাবে পপুলার নেতা বা গভরমেন্টের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দিয়ে তারপর খুনখারাপি শুরু

করে। জনমতকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের দিকে নিয়ে নেয়। প্রথমে ওরা ভাব দেখায় গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব করা হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে মিলিটারির মধ্য থেকে ওদের বাছাই করা লোকটিকে ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরের আসনে বসিয়ে দেয়।" এসব উক্তি এখনও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। ২০২০-২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে সকল ষড়যন্ত্র, হঠকারিতাকে পাশ কাটাতে হবে। ফরাসী দার্শনিক আঁদ্রে মালরো'র বাঙালিদের সম্পর্কে উক্তিকে ভুল প্রমানিত করতে হবে "আপনারা বাঙালিরা বড় ধৈর্যহীন। আপনারা সবকিছু একসঙ্গে পেতে চান- একটুও অপেক্ষা করতে নারাজ।"

আর ১৯৭৪ সালে প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক সাইদুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "স্যার, আপনি তো অনেক মানুষকে চেনেন। দয়া করে আপনি আমাকে একশ ভালো মানুষের একটি তালিকা করে দেবেন।" তখন কি ভালো মানুষের অভাব ছিল? দক্ষ-যোগ্য-সৎ-বিশ্বস্ত লোকের সংকট হয়তো বঙ্গবন্ধু অনুভব করেছিলেন। আগামী দিনের বাংলাদেশ গঠনে এ সংকট যত কম হবে তত দ্রুত দেশ এগুবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করলেই জাতির পিতার প্রতি আমাদের ঋণ শোধ হবে, দেশমাতৃকার প্রতি অঙ্গীকার পূরণ হবে।

কিছু মুছেফেলা অতীত

পৃষ্ঠা ১৫ এর পর

পরবর্তীতে কিছু দেশ যেমনঃ যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইডেন এবং অষ্ট্রেলিয়া এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা এসমস্ত শিশুদের দত্তক নেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অনেক বীরাঙ্গনা লাঞ্ছনা, অবহেলা আর অর্থনৈতিক দৈন্নতায় ধুঁকে ধুঁকে বিদায় নিয়েছে। জীবিত বীরাঙ্গনাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সামাজিক মর্যাদা পেলেও অধিকাংশই নিগৃহিত হয়েছিল। অনেকে বিনা চিকিৎসায় অর্থ কষ্টে জীবন যাপন করেছেন।

স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ সময় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় থাকার কারণে তারা সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ধাপে ধাপে অনেক বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা উপাধিতে স্বীকৃতি প্রদানসহ নানা ক্ষেত্রে তাদের সম্মানিত করেছেন।

তবুও বাংলাদেশের অজো পাড়াগাঁয়ে হয়ত কোন অসহায়, দরিদ্র, মর্যাদাহীন, সমাজের লাঞ্ছনার স্বীকার কোন বীরাঙ্গনা এখনো নীরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলছে। এদেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার পরও দেশ তাদের কোন খবর নেয়নি। যারা দেশের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন কেউ তাদের সামান্য সম্মান জানাবে একটু মমতা দিয়ে জানতে চাইবে তাদের সুখ দুঃখের কাহিনী। নীলিমা ইব্রাহিমের আমি বীরাঙ্গনা বলছি গ্রন্থে তার মনের আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন এভাবে- একটি মুহূর্তের আকাঙ্খা মৃত্যু পর্যন্ত রয়ে যাবে। এ প্রজন্মের একটি তরুন অথবা তরুণী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, বীরাঙ্গনা আমরা তোমাকে প্রণতি করি, হাজার সালাম তোমাকে। তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঐ পাতাকায় তোমার অংশ আছে। জাতীয় সংগীতে তোমার কণ্ঠ আছে। এদেশের মাটিতে তোমার অগ্রাধিকার। সেই শুভ মুহূর্তের আশায় বিবেকের জাগরুক মুহূর্তের জন্য পথ চেয়ে আমি বেঁচে রইবো।

সূত্রঃ

১। স্বাধীনতার দলিলপত্র, ৮ম খন্ড হাসান হাফিজুর রহমান।
২। ড. এম এ হাসান এর "The Rape of 1971, The Dark Phase of History" প্রবন্ধ।
৩। সাংবাদিক ফারুক ওয়াহিদ এর "সেইসব বীরাঙ্গনা ও তাদের না-পাক শরীর" প্রবন্ধ।
৪। বীরাঙ্গনা অধ্যায়ে সুজান ব্রাউন মিলারের গ্রন্থ, Against out will: Women and Rape.
৫। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এনবিসি টেলিভিশনে ধর্ষিতা নারীদের উপর সাক্ষাৎকার রিপোর্ট।
৬। বীণা ডি কস্টা "Bangladesh's erase past"
৭। বীরাঙ্গনা ১৯৭১, মুনতাসির মামুন, ২০১৩।
৮। আমি বীরাঙ্গনা বলছি, ডাঃ নীলিমা ইব্রাহিম, ১৯৯৯।
৯। যুদ্ধ ও নারী, ডাঃ এম এ হাসান, ২০০২।
১০। ওয়েবসাইট।

বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ

পৃষ্ঠা ১৩ এর পর

মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোক শহিদ হন, দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করে পাক সেনারা। এই যুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী তাদের জনগণ ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করেন। ১৪ই ডিসেম্বর এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে মেধাহীন করার অপচেষ্টা করে পাকিস্তান ও এদেশীয় দোসররা। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর এ.এ.কে নিয়াজি রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে, বাঙালি বিজয়ের হাসি হাসে। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গাইতে শোনা যায়- আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। প্রিয় পাঠক, এবারের বিজয় দিবস বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক "বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল" হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ অর্জন বাঙালি জাতিকে এনে দিয়েছে অনন্য সম্মান। মৃত্যুঞ্জয়ী-চিরঞ্জীব-বীরত্বগাঁথা সম্মোহনী গুণে গুণান্বিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হৃদয়ের অর্ঘ্য মিশানো অকৃত্রিম ভালোবাসা। বিনম্র শ্রদ্ধা। শেখ হাসিনা শুধু জাতির পিতার তনয়া নন-তিনি একাধারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নন্দিত বিশ্বনেত্রী। সততায় বিশ্বের তিন নম্বর, পৃথিবীর ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের তালিকায় ত্রিশ নম্বরে, বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁর স্থান ১০ম। আইটি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদ জয় শুধু প্রধানমন্ত্রীর তনয় নন, তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজমে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদেরকে অভিনন্দন। এবারের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার হোক- জয় বাংলা শ্লোগানকে জাতীয় শ্লোগানের মর্যাদা দিতে হবে। ৭ই মার্চের ভাষণ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্বাধীনতার সুফল

মোঃ এনায়েত উল্লা ঢালী, সাধারণ সম্পাদক, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ), রেজিঃ নং- বি-১৯০৩

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬ দফা দাবী পেশের মধ্য দিয়ে হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদেরকে পাকিস্তানি শাসকেরা শোষণ করতে থাকে। তারই প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের স্বৈরশাসক আইয়ুব শাহীর নিকট বলতে থাকে পূর্ব বাংলা শ্বশান কেন আইয়ুব শাহী জবাব চাই। আইয়ুব শাহীর রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি বলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাংলাদেশের অবস্থান জনসংখ্যা হারে একেবারে নগণ্য। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের উচ্চ পদে দেয়া হচ্ছে না। সিভিল প্রশাসনে তথা সিএসপি পদে বাঙালিদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। বাঙালিদের সর্বক্ষেত্রে কেরানীর জাতে পরিণত করে ছোট চাকুরীতে সুযোগ দেয়া হতো। পাকিস্তানের কোন শিল্প মালিকানা বাঙালিদের দেয়া হতো না। কোন শিল্পপতি বাঙালি ছিলনা। পাকিস্তানের সরকারি রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের পক্ষে অধিকার এবং ন্যায্য কথা বলায় বার বার পাকিস্তানের শাসকেরা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করতেন। তখনকার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামীসহ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তানের স্বৈরশাসকের পদলেহন করতো। নিজেদের আরাম আয়েশে মশগুল থাকতেন। বাঙালিদের পক্ষে যারা অসম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল রাজনীতি করতেন যেমনঃ কমরেড মনিসিংহের কমিউনিষ্ট পার্টি, প্রফেসর মুজাফ্ফর আহম্মদের ন্যাপ, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর ন্যাপ, কমরেড তোহার সাম্যবাদি দল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামীলীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল। কমরেড মনিসিংহ, প্রফেসর মুজাফ্ফর আহম্মেদ, মাওলানা ভাষানী, ড. আলিম আল রাজী, মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ, কমরেড তোহাসহ অনেক দেশ বরেণ্য রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু সাহসে ও প্রজ্ঞায় বঙ্গবন্ধুর সমকক্ষ কেউ ছিল না বলে আজ ইতিহাসে প্রমাণিত। যদিও তাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার সম্মিলনে ঘটে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান। ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। বাঙালিরা জয় লাভ করার পরও বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানী শাসকেরা ষড়যন্ত্র শুরু করে। বিষয়টি বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার দিক নির্দেশনা দেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদাররা নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু এহেন পরিস্থিতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মধ্য রাতে ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হন। বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাধিকার আন্দোলনে উত্তাল নিরস্ত্র বাঙালিরা মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে ১১ টি সেক্টরে ভাগ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। তথা বাঙালিরা বিজয় অর্জন করে। যে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, যার নেতৃত্বে ৭০ এর নির্বাচনে জয়লাভ, যার নামে ৭১ এ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়; সেই বঙ্গবন্ধুর নাম নিতে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আজ লজ্জা পায়, দ্বিধাবোধ করে। বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলতে কুণ্ঠাবোধ করে। আবার তারা নিজেদেরকে স্বাধীনতার পক্ষের দল বলেও দাবী করে।

অথচ আজ দেশ স্বাধীনতার সুফল হিসেবে সাড়ে সাত কোটি লোকের জায়গায় ১৬ কোটি লোকের খাদ্য চাহিদা মিটিয়েও খাদ্যঘাটতি মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। দেশ আজ আর বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়। আবাদী ভূমি কমে গেলেও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণ। দেশের সামরিক বাহিনীর সকল জোয়ান বাঙালি এবং সকল অফিসার বাঙালি। স্বাধীনতা উত্তর দেশে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। সকল শিল্পের মালিক বাঙালিরা। বেসামরিক প্রশাসনের সকল ক্যাডার-নন ক্যাডার অফিসার বাঙালিরা। বেসরকারি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক বাঙালিরা। বেসরকারি সকল মেডিকেল কলেজ, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক বাঙালিরা। বেসরকারি সকল ব্যাংক ও বীমার মালিক বাঙালিরা। সকল বেসরকারি শিল্পের মালিক বাঙালিরা। সকল সামুদ্রিক জাহাজের মালিক, সকল বেসরকারি বিমান, হেলিকপ্টার, সকল বেসরকারি পরিবহণের মালিক বাঙালিরা। দেশের সকল নদ নদী, খাল, সকল সড়কের উপর ছোট বড় হাজারো ব্রীজ নির্মাণ হয়েছে এবং পদ্মাসেতু নির্মাণাধীন, বঙ্গবন্ধু সেতু, লালনশাহ সেতু, রুপসা সেতু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু, মেঘনা গোমতী সেতু, বুড়িগঙ্গা সেতু, কির্তনখোলা সেতু, তিস্তা সেতু, লেবুখালি সেতু (নির্মাণাধীন), শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল সেতু, শেখ রাসেল সেতু, গাবখান সেতু, কর্ণফুলী সেতু ও তিস্তা ব্যারাজসহ অনেক নদীর উপর সেতু হয়েছে ফলে দেশ একটি উন্নত পরিবহণ নেটওয়ার্ক এর আওতায় এসেছে। থানাগুলো উপজেলায় উন্নীত। মহাকুমাগুলো জেলায় রূপান্তর হয়ে বড় বড় পদ সৃষ্টি হয়েছে। সবই বাঙালিরা ভোগ করছে। আজ খাদ্যের অভাব নেই। চিকিৎসায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারসহ জনগণের

দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে গিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারিভাবে গড়ে উঠেছে। এসবই দেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে হয়েছে। বাসস্থানের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। নগর কেন্দ্রিক জীবন-যাপন শুরু হয়েছে। গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তরা, নিকুঞ্জ ঝিলমিল প্রকল্প, পূর্বাচলসহ অনেক মডেল টাউন গড়ে উঠেছে। বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত মডেল টাউন হচ্ছে। সবই স্বাধীনতার সুফল।

রাজধানী ঢাকায় কুড়িল, যাত্রাবাড়ি, মগবাজার, মহাখালী, মালিবাগ, সেনানীবাস এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ফ্লাইওভার নির্মিত হয়েছে। আন্ডারপাস, ওভারব্রীজ, হাতির ঝিলের মত দৃষ্টি নন্দন এলাকা গড়ে উঠেছে। মেট্রোরেল, উড়ালসেতুসহ অনেক সুবিধা তৈরি হচ্ছে। এদিকে ঢাকায় কয়েকটি পাঁচ তারকা হোটেল হয়েছে। বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তন, কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)সহ অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র হয়েছে। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অবকাঠামো যে শুণ্যের কোঠায় ছিল সেখান থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শি নেতৃত্বে অবকাঠামোগত উন্নয়নে অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে উন্নয়নের মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। রাজধানীর সাথে অনেক শহরের চারলেন মহাসড়ক তৈরি হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলের ডাবল লাইন পথ প্রায় শেষ পর্যায়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদন চাহিদার সিংহভাগ পূরণ হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প রপ্তানি আয়ের বিরাট অর্থের জোগানদার হয়েছে। সারা দেশ কয়েকটি মোবাইল কোম্পানির নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। গ্যাসের উৎপাদন পর্যাপ্ত পর্যায় এসেছে। নতুন নতুন কূপ খনন হচ্ছে। দেশে অনেক সারকারখানা গড়ে উঠেছে। ঢাকাসহ সারাদেশের রাস্তায় এত বেশি গাড়ী হয়েছে সারাক্ষণ যানযট লেগে থাকে, এতে প্রমাণিত হয় মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ধনীক শ্রেণি বেড়েছে। জাতীয় আয় মাথাপিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী সুদূর সিয়েরালিয়নসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি মিশনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের ভাবমুর্তিকে বিশ্বের দরবারে উজ্জল করেছেন এবং গৌরবউজ্জল ভূমিকা কঠোর পরিশ্রম, ঐকান্তিক সাহস পৃথিবীর বুকে তুলে ধরেছেন। যার জন্য গোটা জাতি আজ গর্বিত।

পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালিরা মাথা উঁচু করে দাড়িয়েছে। হিমালয় জয় করেছে। সমুদ্র সীমা জয় করেছে। ছিটমহল সমস্যা সমাধান হয়েছে। পাহাড়ী বাঙালি বিরোধ নিস্পত্তি হয়েছে। খেলাধুলায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। বিশেষ করে ক্রিকেটে দেশ আজ বিশ্বের মানচিত্রে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের কোন ডিপার্টমেন্টের সরকারি বেসরকারি নিজস্ব ভবন ছিলনা। আজ সকল ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ভবন হয়েছে। দেশের অধিকাংশ উপজেলা পৌরসভায় উন্নীত হয়ে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত জীবন-যাপন শুরু হয়েছে। সবই বঙ্গবন্ধু আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ায় সম্ভব হয়েছে। অনাদিকাল ধরে জাতি বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরী তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরই উত্তরসূরী সজিব ওয়াজেদ জয় ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার। ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশের ৪ হাজার ৫৪৭ টি ইউনিয়ন পরিষদে, ৩২১ টি পৌরসভায় ও সিটি কর্পোরেশনের ৪০৭ টি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ই-সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, আইনী সহায়তা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আইনের প্রয়োগসহ বেশিরভাগ সরকারি সেবাই সব পর্যায়েরে জনগণের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপিত ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্যের সুবিধা পাচ্ছে কৃষকরা। এর ফলে প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। হ্রাস পাবে উৎপাদন ও পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যয়। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। দেশের সব উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। ফলে বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, ট্রেনের টিকিট, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, ব্যাংকে টাকা লেনদেন মোবাইল ব্যাংকিং সবই এখন অনলাইনে সম্ভব। ট্রেনের অবস্থান কোথায়, কতক্ষণে ষ্টেশনে আসবে তা আজ মোবাইলের মাধ্যমে জানা যায়। ইউনিয়ন পরিষদের ডাটাবেজ তথ্য বা যে কোন দপ্তরের পরিসংখ্যান বা তথ্যাবলি একটি সুইচ টিপলেই পাওয়া যায়।

প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেট্রনিক মিডিয়ার যেকোন সংবাদ বা তথ্য তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়। চিকিৎসা সেবা মোবাইলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অথ্যাৎ আধুনিক দুনিয়ার সকল তথ্য বা কাজকর্ম মোবাইলের মাধ্যমে করা যায়। সবই সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের কারণে। যার সুফল গোটা জাতি ভোগ করছে। বঙ্গবন্ধুর নাতনি সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজম নিয়ে কাজ করে প্রমাণ করেছেন প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সুদুর প্রবাসে তথা ইংল্যান্ডে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে মানব সভ্যতার সেবা করে যাচ্ছেন। তাই আজ সময় এসেছে এই পরিবারটিকে জাতির পথপ্রদর্শক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সম্মান করা ও ঘাতকদের হাতে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য দোয়া করা। হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা।

বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ

মোঃ সামছুল হক, সহসভাপতি, বিএডিসি (সিবিএ) ও সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি

বাঙালির আছে সোনালি অতীত, মাঝে করুণ ইতিহাস, সময়ে বিশ্বব্যাপি প্রাপ্তির শুভ নির্ঘন্ট। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬২'র হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন ৬৬'র ছয় দফা বাঙালির মুক্তি সনদ, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ৭০ এর সাধারণ নির্বাচন, সর্বোপরি, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। এর অগ্নিঝরা রাজপথের স্লোগান ছিল-তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার নেতা, আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব, তুমি কে, আমি কে, বাঙালি, বাঙালি, ঢাকা না পিন্ডি ঢাকা-ঢাকা। জেলের তালা ভাঙ্গবো শেখ মুজিবকে আনবো। বজ্রকঠিন সংগ্রামী ইতিহাসের সাথে বিদ্যমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরব উপস্থিতি।

১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী এবং আসন্ন এসেম্বলিতে তিনিই হবেন প্রধানমন্ত্রী এটাই ছিল অনিবার্য। কিন্তু পাক সরকার গড়িমসি করলে এদেশবাসীর ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে যায়। বাঙালি ক্ষোভে ফুসে উঠে। ১লা মার্চ হতে ৭ই মার্চ এরই মাঝে চলে অবিরাম মিছিল-যেন মিছিলের নগরী ঢাকা। ৬ই মার্চ গোধুলিলগ্ন পেরিয়ে রাতের আবাহন। ধানমন্ডির ৩২নং বাড়ি। বেলকুনিতে তিনি পায়চারি করছেন। এটা অবলোকন করলেন তার সহধর্মিনী ফজিলাতুন্নেছা রেণু- যিনি এসেছিলেন জনকের রাজনীতির আকাশে হয়ে রংধনু। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন-আপনার মনে যা আসে তাই বলবেন কাল। সকালে ছাত্রনেতৃবৃন্দ ও কথা বলে গেছেন। তিনি শুধুই শুনেছেন। মানুয়ের জীবনে পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন থাকে। তার রাজনৈতিক জীবনেও এগুলোর সম্পৃক্ততা ছিল।

৭ই মার্চ ঘুম থেকে উঠলেন প্রাতঃকৃত সারলেন- প্রাতঃরাশ করলেন। সকালের নাস্তা খেলেন। দুপুরের খাবার খেয়ে সামান্য বিশ্রাম নিলেন। তারপর স্বভাবগতভাবেই সাদা পায়জামা-সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় স্বনামীয় কোটখানা গায়ে দিয়ে দীর্ঘকায় মানুষটি প্রস্তুতি নিচ্ছেন যাবেন রেসকোর্সে এই মানসে। বের হওয়ার প্রাক মুহূর্তে তার সহধর্মিনীকে কি যেনো বললেন। তারপর আসি বলে বিদায় নিলেন। নিচে অপেক্ষমান জীপে উঠলেন। সাথে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আর সিকিউরিটি অফিসার মোঃ মহিউদ্দিন। কিছুক্ষণ পরেই জীপটি অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছলো। তিনি গাড়ি থেকে নেমে মঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে ধীরলয়ে সাদা কাপড়ে মোড়ানো টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক তাকালেন। কালো চশমাটা টেবিলটাতে রাখলেন। উপরে হেলিকপ্টার উড়ছে। ঢাকার অতি পরিচিত মাইক কল্ রেডি.....।

উত্তাল জনসমুদ্র-মুহুর্মুহু শ্লোগান- শেখ মুজিবের পথ ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু। এক পর্যায়ে সব নিশ্চুপ। পিনপতন নিস্তব্ধতা। বঙ্গবন্ধু শুরু করলেন-ভায়েরা আমার বলে। মাঝে বললেন-আমি যা বলি, তা মানতে হবে। শেষ করলেন-এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। পাশেই দাঁড়ানো নিরাপত্তা অফিসার মোঃ মহিউদ্দিন। তিনি হাততালি দিলেন-সংগে সংগেই পুরো জনসমুদ্রই স্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হলো। জাতির স্লোগান-জয় বাংলা বলে। মিটিংয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু। উপস্থিত জনতা ও সঙ্গে আনা সাড়ে তিন হাত বাঁশের লাঠি নিয়ে গন্তব্যে রওয়ানা দিলো। ৭ই মার্চ হতে ২৫শে মার্চ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতই দেশ পরিচালিত হয়েছে। অনুভূত হত বাঙালির হৃদয়ে- তোমার অবিনাশী ভাষণে দেশ চলেছে তোমারই শাসনে।

২৫ তারিখ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। রাত ১২ টার পর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের এম.এ আজিজ ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌছে দেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের মিও, আলি কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে অন্তরীণ রাখা হয়। ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়া যাচ্ছিলেন পাকিস্তানি অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ খালাস করতে। পথিমধ্যে তিনি অন্যান্য আর্মি অফিসারদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত ও অবরুদ্ধ হন। পরবর্তিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রে- সেখানে তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। বাংলার দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠন করা হয়। এসপি মাহবুব তাদের গার্ড অব অনার প্রদান করেন। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন আতাউল গণি ওসমাণী (এম.এ.জি ওসমানী) ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রধান ছিলেন জগজিৎ সিং অরোরা। মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার ছিলেন আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

আগরতলাতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র খোলা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। এম আর আক্তার মুকুল চরমপত্র পাঠ করেছেন। আকাশ বাণী কলকাতা হতে যুদ্ধের সংবাদ পাঠ করতেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়-ইভানাগ। যুদ্ধের ময়দান থেকে খবর সংগ্রহ করতেন উপেন তরফদার যিনি ছিলেন বৃহত্তর ঢাকার মানিকগঞ্জের বাসিন্দা।

বাকি অংশ ১০ এর পৃষ্ঠায়

কিছু মুছে ফেলা অতীত

মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ক্রয় বিভাগ, বিএডিসি কৃষি ভবন, ঢাকা
ও কার্যনির্বাহী সদস্য, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ)

"War Babies" যুদ্ধ শিশুদের নিয়ে একটি ডকুমেন্টরি। ২০০২ সালে মন্ট্রিয়লবাসী ক্যানাডিয়ান পরিচালক রেমন্ডে প্রভেনচার যুদ্ধ শিশুদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন। ডকুমেন্টরি তৈরি করতে তিনি ওয়াটারলু, ওন্টারিওতে বসবাসকারী এক ক্যানাডিয়ান যুবকের পিছু নেন। যুবকের নাম রায়ান। আট দশটি শিশুর মত রায়ানের শৈশব কাটেনি। অন্ধকারাচ্ছন্ন, অবজ্ঞা আর অবহেলার ভিতর দিয়ে রায়ানের শৈশবের শুরু হয়। রায়ান মূলত একজন যুদ্ধ শিশু। প্রেমহীন এক নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় সমাজের অবাঞ্ছিত আগমন তার। অন্ধকার আর নষ্ট অতীতকে খুজে ফিরতে একসময় যাত্রা করেন তার জন্মস্থানের উদ্দেশ্যে। রায়ান বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের করুণতম পরিণতি। পরিণত বয়সে নিজের জন্মস্থান ও নিজের জন্মদাত্রী মাকে দেখার তীব্র আকাঙ্খায় মূলত বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরিচালক তার এই ডকুমেন্টরিতে যুবকের মাকে খুঁজে না পাওয়ার হৃদয় বিদারক ঘটনা তুলে ধরেছেন। আর এক অষ্টাদশী তরুনী বুকভরা অনেক আশা নিয়ে ক্যানাডা থেকে বাংলাদেশে আসেন। ততোদিনে তার মায়ের নাম ধাম সব ভুলে গেছেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও হদিস পাওয়া গেলনা তার হারিয়ে যাওয়া মায়ের। না দেখা সেই মাকে খোঁজার হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা হতে মর্মস্পর্শী একটি কবিতা লিখেছিলেন। যা ছাপা হয় "দৈনিক অবজার্ভারে"।

শুধুমাত্র একজন রায়ান বা কোন এক তরুনীর গল্প নয় লক্ষ যুদ্ধ শিশুর ইতিহাস হয়ত এদেশের সুধি সমাজ জানেনা। জানলেও অবজ্ঞায় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। রায়ানের জন্মদাত্রীরা পড়ে থাকে ইতিহাসের অন্ধকার কুঠুরিতে। সে অন্ধকার কুঠুরি হতে আর কখনো আলোর মুখ দেখেনা।

১৯৭১ এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদ আর ২ লক্ষ মায়ের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। লক্ষ মায়ের ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ইতিহাস কি তাদের এ বিসর্জনের মর্যাদা দিয়েছে নাকি ছুঁড়ে ফেলেছে অন্ধকার ডাস্টবিনে। অগনিত মা তাদের দূর্ভাগা সন্তানের খবর রাখার সুযোগ কোথায় বা আমাদের। মহান মুক্তিযুদ্ধে ঠিক কতজন বীরাঙ্গনা মা ধর্ষিত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও বীণা ডি কস্টা তার "Bangladesh's erase past" প্রবন্ধে লিখেছেন, সরকারি হিসাব অনুযায়ী একাত্তরে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল দুই লক্ষ নারীকে। একটি ইটালিয়ান মেডিক্যাল সার্ভেতে ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা বলা হয়েছে চল্লিশ হাজার। লন্ডন ভিত্তিক International Planned Parenhood Federation (IPPF) এ সংখ্যাকে বলেছেন ২ লক্ষ। কিন্তু যুদ্ধ শিশুদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সমাজকর্মী ডঃ জিওফ্রে ডেভিসের মতে এই সংখ্যা এর চেয়েও বেশি। সুজান ব্রাউন মিলারও ধর্ষিতার সংখ্যা চার লাখ বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এনবিসি টেলিভিশনে ধর্ষিতা নারীদের উপর সাক্ষাৎকার রিপোর্টঃ

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যক বাঙালি মা বোনের সম্ভ্রমহানি কি নিছক জৈবিক চাহিদা মেটানো উদ্দেশ্য ছিল? ইতিহাসের এ কালো অধ্যায় সাক্ষী দেয় শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা মেটানো এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলনা, ২০০২ সালের মার্চের ২২ তারিখ ডন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আর্টিকেল থেকে বিষয়টি আরো বেশি স্পষ্ট হয়। আর্টিকেলটিতে গণধর্ষণের বিষয়ে ইয়াহিয়া খানের মন্তব্য কোট করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী আর্মিকে সরাসরি বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। যশোরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি এয়ারপোর্টের কাছে জড়ো হওয়া একদল বাঙালির দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন যে, "আগে এদেরকে মুসলমান বানাও"। মূলত এ উক্তির তাৎপর্য সীমাহীন। পাকিস্তানের উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে বাঙালিরা খাঁটি মুসলমান নয়। তারা দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি নয় এবং হিন্দুদের সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ। মূলত ইয়াহিয়া খানের এ উক্তি সেনা অফিসাররা লুফে নেয়। পাকিস্তানের সৈন্যরা ও এদেশীয় দোসররা যত্রতত্র ধর্ষণ করে ক্ষ্যান্ত হয়নি, ক্যাম্পে আটকে রেখে দিনের পর দিন চলেছে নির্মম নির্যাতন।

প্রথম আলো ব্লগে আইরিন সুলতানা তার প্রবন্ধ ১৯৭১: বীরাঙ্গনা অধ্যায়ে সুজান ব্রাউন মিলারের গ্রন্থ, Against out will: Women and Rape থেকে অনুবাদ করেছেন এভাবেঃ

Brownmiller লিখেছিলেন, "একাত্তরের ধর্ষণ নিছক সৌন্দর্যবোধে প্রলুব্ধ হওয়া কোন ঘটনা ছিলনা আদতে; আট বছরের বালিকা থেকে শুরু করে পঁচাত্তর বছরের নানী-দাদীর বয়সী বৃদ্ধাও শিকার হয়েছিল এই লোলুপতার। পাক সেনারা ঘটনাস্থলেই তাদের পৈশাচিকতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; প্রতি একশ জনের মধ্যে অন্তত দশজনকে তাদের ক্যাম্প বা ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হতো সৈন্যদের জন্য। রাতে চলতো আরেক দফা নারকীয়তা। কেউ কেউ হয়ত আশিবারের বেশি সংখ্যক ধর্ষিত হয়েছে। এই পাশবিক নির্যাতনের কতজনের মৃত্যু হয়েছে, আর কতজনকে মেরে ফেলা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা হয়ত কল্পনাও করা যাবেনা।" (Brownmiller, P.83)

স্বাধীনতার দলিলপত্র, ৮ম খন্ডে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন, "পাশবিক ধর্ষণ শেষে এই নির্যাতিতা মেয়েদের হেডকোয়ার্টারের উপরের তলা বারান্দায় মোটা লোহার তারের সাথে চুল বেধে উলঙ্গ করে

ঝুলিয়ে রাখা হতো। সেখানে চলতো সীমাহীন বর্বরতা। বিরামহীন প্রহার আর অত্যাচারে মেয়েদের দেহের মাংস কেটে রক্ত ঝরছিল, কারো মুখের সামনের দিকে দাঁত ছিলনা, ঠোটের দু দিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি আর রডের আঘাতে হাতের আঙ্গুল, তালু ছিল থেতলানো। প্রসাব পায়খানার জন্যও তাদের হাত ও চুলের বাধন এক মুহূর্তের জন্য খুলে দেয়া হতোনা। হেড কোয়ার্টারের বারান্দায় লোহার রডে ঝুলন্ত অবস্থায় তারা প্রসাব পায়খানা করতো। অত্যাচারে কেউ মরে গেলে তখন অন্য মেয়েদের সামনে ছুরি দিয়ে দেহ কুচি কুচি করে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হতো।"

"অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা একটু পানি চাইতো তখন হানাদার ও তাদের সহযোগিরা ডাবের খোসায় প্রসাব করে সেটা খেতে দিত"

"তাদেরকে পরবার জন্য কোন শাড়ি দেয়া হতোনা (যদি শাড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে তাই), দিনের বেলায় একটা তোয়ালে আর রাতে দেয়া হতো কম্বল। গোসলের প্রয়োজন হলে তিনজন করে দড়ি বেধেঁ নিয়ে যেতো গোসলে"।

স্বাধীনতার দলিলপত্র, ৮ম খন্ডে হাসান হাফিজুর রহমান।

পাকিস্তান আর্মির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এ ব্যাপক ধর্ষণ নির্যাতনের বিষয়ে যে জানতেন, তার স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায় নিয়াজির এক মন্তব্যে। তখনকার ধর্ষণের ঘটনার স্বীকারোক্তির সাথে সাথে একটি অসংলগ্ন উক্তি করেছিলেন "আপনি এরূপ আশা করতে পারেন না যে, সৈন্যরা থাকবে, যুদ্ধ করবে এবং মৃত্যুবরণ করবে পূর্বপাকিস্তানে আর শরীর বৃত্তীয় চাহিদা নিবৃত্ত করতে যাবে ঝিলামে!

নির্মম নির্যাতনে মোট কতজন গর্ভবতী হয়েছিল এবং কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল তা পুরোপুরি অনিশ্চিত। সামাজিক অপবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেকে অত্মহত্যা করেছিল। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য অসংখ্য নারী চলে গিয়েছিল ভারতে অথবা অন্য কোথাও। দুঃখজনক হলো এর কোন সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই। সরকারি এক হিসাবে জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা বলা হয়েছে তিন লাখ। কিন্তু এ পরিসংখ্যান ছিল এুটিপূর্ণ। ড়া. ডেভিসের মতে প্রায় দুই লক্ষ রমনী গর্ভবতী হয়েছিলেন। কিন্তু এ সংখ্যা সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে করা, কোন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত নয়।

সাংবাদিক ফারুক ওয়াহিদ তার "সেইসব বীরাঙ্গনা ও তাদের না-পাক শরীর" প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন- ধর্ষণের পরও বেচেঁ থাকা নারীদের মধ্যে ২৫ হাজার জন গর্ভধারণ করেছিলেন বলে জানা যায়" (ব্রাউনমিলার, ১৯৭৫:৮৪)। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিংস কমিটির পুরোধা এম এ হাসানের দাবি "এ ধরণের নারীর সংখ্যা ছিল ৮৮ হাজার ২শ। ৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১ লাখ ৬২ হাজার ধর্ষিত নারী এবং আরো ১ লাখ ৩১ হাজার হিন্দু নারী স্রেফ গায়েব হয়ে গিয়েছিল। হারিয়ে গিয়ে ছিল বিশাল জন সমুদ্রে"।

আন্তর্জাতিক প্লানড ফাদারহুড প্রতিষ্ঠানের ডা. জিওফ্রে ডেভিস বলেন "এদের মধ্যে ৫ হাজার জনের গর্ভপাত সরকারিভাবে ঘটানো হয়েছিল"। তার মতে, সরকার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার নারীর ভ্রুণ স্থানীয় দাই, ক্লিনিকসহ যার পরিবার যেভাবে পেরেছে নষ্ট করেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি সাময়িকীতে ডাঃ ডেভিসের সঙ্গে ডি কস্তার কথোপকথনটি প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকাশনাটি মূল্যবান বলা যায়। তাদের আলোচনায় উঠে এসেছে লোমহর্ষক সব নির্যাতনের কাহিনী, গাছের সঙ্গে বেঁধে, নারীর দেহে অমানুষিক নির্যাতনের বর্ণনা, ধর্ষণের পর গণকবরে পুতে ফেলা, পাকিস্তানের ধর্ষণ ক্যাম্পে আটকে রাখা ইত্যাদি। ডা. ডেভিসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সাধারণত বলা হয় ২ থেকে ৪ লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছিল, এ সংখ্যাটি কি সঠিক? জবাবে বলেন, সঠিক সংখ্যাটি অজানা। যে বিপুল সংখ্যক নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন সম্ভবত সে তুলনায় এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। তারা শহর দখল করত এভাবে। প্রথমে পাক সেনারা পদাতিক বাহিনীকে পেছনে রেখে অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীকে সামনে পাঠাত। তারা শহরের স্কুল ও হাসপাতাল গুলোতে গোলা নিক্ষেপ করত যেন সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আর সে সুযোগে পাক পদাতিক বাহিনী শহরে ঢুকে নারীদের ওপর হামলে পড়ত। এরপর তাদের সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হত সাধারণ সেনাদের সম্ভোগের জন্য। পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা নির্যাতন ও গর্ভধারনের পর বাংলাদেশী ওই নারীরা সমাজের চোখে পুরোপুরি অস্পৃশ্য হয়ে যান। অনেরকেই তাদের স্বামীর হাতে খুন হয়েছেন, আত্মহত্যা করেছেন অথবা তারা নিজেরাই তাদের আধা-পাকিস্তানি শিশুদের হত্যা করেছেন, কেউ কেউ পাকিস্তানি ক্যাম্পে থাকার পর এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে তারা আর ঘরে ফিরতে চাননি, পাক সেনাদের অনুরোধ করেছেন যেন তাদের সঙ্গে করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

যুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপট ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। ড. এম এ হাসান তার প্রবন্ধ "The Rape of 1971, The Dark Phase of History" তে বলেন যে, সারাদেশের হাসপাতালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দশ শতাংশের চেয়েও কমসংখ্যক ধর্ষিতা সেগুলোতে ভর্তি হয়েছিল। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ঘরে গর্ভপাত করা হয়েছে অথবা গোপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় জন্মগ্রহণ করা যুদ্ধ শিশুরা সমাজে ভয়াবহ সংকট ও সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। কেউ কেউ এই শিশুদের বলে 'অবাঞ্ছিত সন্তান' কেউ বলে 'অবৈধ সন্তান' কেউ বলে 'শত্রু শিশু' আবার কেউ তীব্র ঘৃনায় উচ্চারণ করত 'জারজ সন্তান' বলে। কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোন গোষ্ঠি বা পক্ষের একটি মিত্র শক্তি থাকে কিন্তু এসব নির্যাতিত নারীরা এবং শিশুদের ক্ষেত্রে মিত্র বলে কিছু ছিলনা। অবজ্ঞা, অবহেলা, ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়ে আস্তে আস্তে সমাজের অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বাকি অংশ ১০ এর পৃষ্ঠায়

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

মাঘ মাস

বোরো ধান:

বোরো ধান রোপনের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামাঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার এক সাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানী দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গম:

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজন বোধে সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

আলু:

আলুর জমিতে এসময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

শাক-সবজি:

শীতকালীন শাকসবজির যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুন গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশি হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেতে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপন এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগালে তুলনামূলক কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাসে বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, পামরী পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়ম মাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে। আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিষ্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজির চাষ শুরু করা যায়। এমাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরি করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

'ভাল বীজে ভাল ফসল'

পদোন্নতি

প্রশাসন পুল

* যুগ্মসচিব (চলতি দায়িত্ব), নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে যুগ্মসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপপ্রধান (পরিকল্পনা) ও যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব, পরিকল্পনা বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব এস এ এম এস এম সাঈবকে যুগ্মসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* যুগ্মপ্রধান (মনিটরিং), চলতি দায়িত্ব, মনিটরিং বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব তাহমিনা বেগমকে যুগ্মসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* ব্যবস্থাপক (৩দশু), চলতি দায়িত্ব, ৩দশু বিভাগ, কৃষি ৩বন, ঢাকায় কর্মরত জনাব শেখ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে যুগ্মসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* জনসংযোগ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), জনসংযোগ বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ জুলফিকার আলীকে যুগ্মসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি পুল

* মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব আশুতোষ লাহিড়ীকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* মহাব্যবস্থাপক (এএসসি), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নূরনবী সরদারকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ফারুক জাহিদুল হককে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, আলু বীজ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ইকবাল হোসেনকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলামকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমানকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (ক.গ্রো.), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব বিশ্বাস কুতুব উদ্দিনকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* যুগ্মপরিচালক, ডাল ও তৈল বীজ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ জসিম উদ্দিনকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপপরিচালক (খামার), বিএডিসি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে কর্মরত জনাব এ এস এম শফিকুল ইসলামকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* যুগ্মপরিচালক (বীবি), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব এ কে এম মিজানুর রহমানকে যুগ্ম পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপপরিচালক ও নোয়াখালী জেলার সুবর্নচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মনিরা রহমানকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপপরিচালক (খামার) এর বিপরীতে উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব শওকতুল ইসলামকে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীউ), বিএডিসি, জয়পুরহাটে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ এনামুল হককে যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপপরিচালক (বীবি), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, পাবনায় কর্মরত জনাব কে এম গোলাম সরোয়ারকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীআমক), বিএডিসি, ঠাকুরগাঁওয়ে কর্মরত জনাব ফারুক হোসেনকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, গোপালগঞ্জে কর্মরত জনাব দিপংকর রায়কে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) দপ্তর, বিএডিসি, নিলফামারীতে কর্মরত জনাব মোঃ শহীদুল ইসলামকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী পরিচালক (বীবি) দপ্তর, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা এর বিপরীতে শিক্ষা প্রেষণে জনাব রিপন কুমার সিকদারকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব কমল কান্তি বর্মনকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী পরিচালক, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে) দপ্তর, বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব কে এম আখতার হোসেনকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (এএসসি), লামা, বান্দরবানে কর্মরত জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমানকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী পরিচালক, আলু বীজ হিমাগার, বিএডিসি, কুড়িগ্রামে কর্মরত জনাব মোঃ রুহুল আমিনকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

প্রকৌশল পুল

* প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমানকে প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), পূর্বাঞ্চল, চলতি দায়িত্ব ও প্রধান প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি, ঢাকা এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ লুৎফর রহমানকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), পশ্চিমাঞ্চল, চলতি দায়িত্ব ও প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ জিয়াউল হককে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, রংপুর সার্কেলে কর্মরত জনাব সঞ্চয় সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওকা), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, বগুড়া সার্কেলে কর্মরত জনাব এস এম শহীদুল আলমকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, নাটোর রিজিয়নে কর্মরত জনাব মোঃ ফয়েজ মাহমুদকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

* নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, গাজীপুর ক্ষুদ্রসেচ রিজিয়নের অন্তর্গত কালিগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ জোনাধীন কাপাসিয়া ইউনিটের উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল মতিন গত ২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, রাজবাড়ী জোন দপ্তরের পিআরএল ভোগরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব নিশিকান্ত ভৌমিক গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।
* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, শেরপুর ক্ষুদ্রসেচ ইউনিটে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
* সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, রংপুর দপ্তরের আওতাধীন কাউনিয়া ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট দপ্তরে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব মাহবুবার রহমান গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মেধাবী মুখ

আমেনা আক্তার মিনা ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে কাশিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মিনা বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের বিক্রয়কারী পদে কর্মরত জনাব শেখ ওয়াহিদুর রহমানের কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মোসাঃ সাদিয়া আফরিন ২০১৭ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সাদিয়া আফরিন বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ নির্মাণ জোনের বিদ্যুৎ শাখায় ভিটিএ পদে কর্মরত জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন এর কন্যা। সে ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়ও জিপিএ-৫ পেয়েছিল। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

সায়মা চৌধুরী ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র অডিট বিভাগে কর্মরত অডিট অফিসার মিসেস কামরুন নাহার এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা। সায়মা চৌধুরী সকলের দোয়াপ্রার্থী।

২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে সংস্থার "মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর অনুষ্ঠিত সভায় সকল প্রকার দেশি পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য ১১৫ টাকা, কিনাফ জাতের পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য ১২৫ টাকা ও সকল প্রকার তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য ১২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বিএডিসি'র বোর্ড রুমে বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

ডিএলআইপি প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়) আয়োজিত সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সেচ ভবনে কৃষি প্রযুক্তির পণ্য প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিএডিসি'র ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আত্মদানকারী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি বিএডিসি সিবিএ'র পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে রাবার ড্যামের ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিএডিসি পরিবার

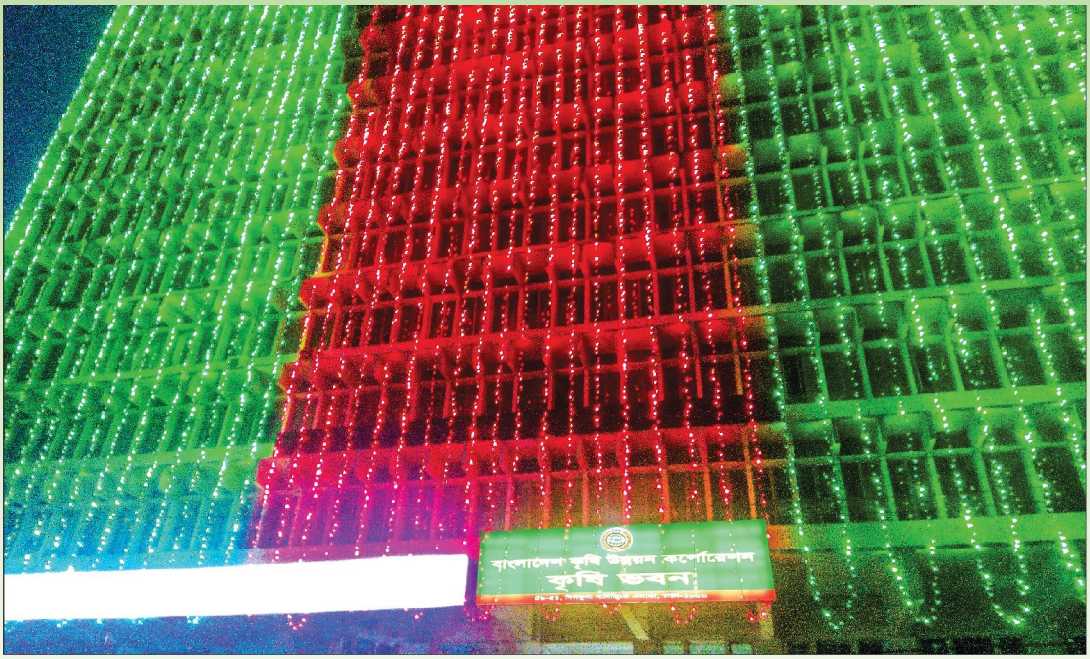

মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বিএডিসি'র কৃষি ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।